জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – মার্চ/০১

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* মাওবাদীদের জন্য নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরের আহ্বান জানিয়েছে নেপালের জাতিসংঘ দুত
* বাংলাদেশ: উচ্ছেদের শিকার ৬০০০ রোহিঙ্গার সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছে জাতিসংঘ
* দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য চাই আন্তর্জাতিক সাহায্যের পাশাপাশি জাতীয় প্রচেষ্টা: মহাসচিব
* খেলা শুরু: এইচআইভি / এইডসের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের যুদ্ধে বিশ্বকাপ ক্রিকেটও শামিল

মাওবাদীদের জন্য নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরের আহ্বানজানিয়েছে নেপালের জাতিসংঘ দুত

৯ মার্চ– নেপালে জাতিসংঘের রাজনৈতিক মিশন (ইউএনএমআইএন) আজ মাওবাদী গেরিলা ও তাদের অস্ত্র নিবন্ধন সম্পর্কিত প্রথম পর্যায়ের ত্রিপক্ষীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত বছর স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিতে এ নিবন্ধনের কথা বলা হয়েছিল। অন্যদিকে নেপালে নিযুক্ত জাতিসংঘ মিশনের দুত বলেছেন, মাওবাদী নেতাদের নিরাপত্তার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করা ‘জরুরি’।

জাতিসংঘ, মাওবাদী ও নেপালি সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ পর্যবেক্ষণ সমন্বয় কমিটি (জেএমসিসি) কর্তৃক প্রণীত এ প্রতিবেদন গতকাল স্বাক্ষরিত করে। এতে বলা হয়, প্রথম পর্যায়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার অস্ত্র ও তিন হাজার একশর বেশি মাওবাদী যোদ্ধার নাম নিবন্ধন করা হয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ও ইউএনএমআইএন প্রধান ইয়ান মার্টিন বলেন, ‘সরকার ও নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিএন–এম) জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মাওবাদী নেতাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা জরুরি। কেননা এর ফলে ইউএনএমআইএন মাওবাদীদের সব ধরনের অস্ত্রের ক্ষেত্রে পুর্ণ নজরদারি রাখতে পারবে।’

‘ইউএনএমআইএন ও জেএমসিসির সদস্যরা মাওবাদী গেরিলাদের ঘাঁটির বাইরে তাদের নেতাদের নিরাপত্তার জন্য অনুমোদন নেই এমন অস্ত্রের প্রতিবেদনসহ অস্ত্র পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আসলে তা খতিয়ে দেখবেন।’

চলতি মাসের শেষের দিকে ওই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এ সময় যে সব মাওবাদী গেরিলার নাম নিবন্ধন করা হয়েছে তারা ২০০৬ সালের ২৫ মের আগে মাওবাদী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন কিনা এবং তাদের বয়স ১৮ বছরের বেশি কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকের বিবরণ পরীক্ষা করে দেখা হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নেপালি সেনাবাহিনী মাওবাদী সেনাবাহিনীর সমপরিমাণ অস্ত্র জমা দেবে এবং এ নিয়ে জেএমসিসির সঙ্গে আলোচনা চলছে।

নেপালের শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন এবং চলতি বছরে প্রস্তাবিত নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ জানুয়ারিতে এই ইউএনএমআইএন গঠন করে। নেপালে ১০ বছর ধরে মাওবাদী ও নেপালি সেনাবাহিনীর মধ্যে লড়াই চলছে। এতে প্রায় ১৫ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে, বাস্তুচ্যুত হয়েছে এক লাখের বেশি মানুষ।

এদিকে গতমাসে দক্ষিণ নেপালের তরাই এলাকায় সহিংসতার সময় মাওবাদী গেরিলারা ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনে। এ ঘটনায় ইয়ান মার্টিন সতর্ক করে বলেন, জুনে নির্ধারিত নির্বাচন হয়তো স্থগিত হয়ে যেতে পারে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘ সাংবিধানিক পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সকলের একমত ছাড়া জুনে নির্বাচন করার বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

বাংলাদেশ: উচ্ছেদের শিকার ৬০০০ রোহিঙ্গার সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছে জাতিসংঘ

৮ মার্চ– মিয়ানমারের ৬ হাজার মুসলমান রোহিঙ্গার জন্য আরো বেশি স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করতে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা বাংলাদেশ সরকার, দাতাগোষ্ঠী ও অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। কেননা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানের অংশ হিসেবে তাদের নদীতীরবর্তী ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হতে পারে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জেলা কক্সবাজার থেকে ৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণে টেকনাফের ব্যস্ততম সড়কের পাশে ঘরবাড়ি তুলে এসব রোহিঙ্গা বসবাস করছেন। তাদের ব্যাপারে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) বাংলাদেশ প্রতিনিধি পিয়া প্রিৎজ ফিরি বলেন, 'এসব লোকজনের কথা আমাদের মাথায় আছে এবং আমরা তাদের সাহায্য করতে চাই।'

তিনি বলেন, 'টেকনাফের ওই সব বাড়িঘরের চেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে কোনো মানুষের বসবাস করতে পারে এ কথা চিন্তাও করা যায় না। আমরা বুঝতে পারছি কেন সরকার তাদেরকে সেখানে থাকতে দিতে চায় না। তবে কোনো সমাধানের ব্যবস্থা না করে তাদের উচ্ছেদ করাটাও অমানবিক।'

সরকার এসব শরণার্থীকে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এর আগের এক অভিযানে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ভাড়া করা বাড়ি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। তার প্রায় দুই বছর পর তারা ২০০৪ সালের অক্টোবরে এখানে অবস্থান নেয়। উচ্ছেদ করার কারণ হিসেবে ওই শিবিরে আশ্রয় নেওয়া এক অধিবাসী বলেন, 'আমরা মিয়ানমারের নাগরিক-কারণ এটাই।'

ইউএনএইচসিআর গত বছর এসব শরণার্থীর মধ্যে কেবল প-াস্টিক শিট বিতরণ করে। এর বাইরে তাদেরকে আর কিছু করতে দেওয়া হয়নি। বেসরকারি চিকিৎসা সংস্থা (এনজিও) মেডিসিনস স্যানস ফ্রান্টিয়ার্স-হল্যান্ডকে সম্প্রতি সেখানে একটি সাস্থ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বাঁশ, প-াস্টিক শিট ও খোলা সিমেন্টের ব্যাগ দিয়ে তৈরি শরণার্থীদের ঘরগুলোর মেঝে মাটির। ছোট একটি কক্ষে কমবেশি ১৬ জন একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকছেন। তারা জানান, জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্রতি মাসের অর্ধেক সময় জুড়ে প্রায় সব ঘর ডুবে থাকায় রোগবালাই দেখা দেয় এবং অনেক শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। নারীরা বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকে মাটির মেঝে ঠিক করার কাজে।

ফিরি বলেন, 'সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে শিবির স্থাপন করতে চাচ্ছি না। ইউএনএইচসিআর ইতিমধ্যেই কক্সবাজারের দক্ষিণে দুটি আনুষ্ঠানিক শিবির পরিচালনা করছে। এতে দুই হাজার ৬০০ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। ইউএনএইচসিআরের সাব অফিসের প্রধান জিন ওরাল বলেছেন, 'এর সহজ সমাধান হচ্ছে টেকনাফের এসব শরণার্থী ২০০৪ সালের আগে গ্রামের স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মিলেমিশে যেমন বসবাস করত তাদেরকে তেমনি বসবাস করতে দেওয়া।'

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য চাই আন্তর্জাতিক সাহায্যের পাশাপাশি জাতীয় প্রচেষ্টা: মহাসচিব

৭ মার্চ- দারিদ্র্য বিমোচনের আন্তর্জাতিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন এর জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সাহায্যের সাথে জাতীয় প্রচেষ্টার । এ ক্ষেত্রে তিনি তার স্বদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার উদাহরণ তুলে ধরেন ।

সিউলে কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা আয়োজিত আজকের ওডিএ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এক ভিডিও বার্তায় জনাব বান বলেন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে (এমডিজি) পৌঁছানোর জন্য এ বছরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কেননা ২০১৫ সালের মধ্যে সারাবিশ্বের বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাধি দুর করার জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০০৭ হল মাঝামাঝি একটি সময় ।

তিনি বলেন কোরিয়া সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের পক্ষে সমর্থন তৈরির জন্য এ সম্মেলন আয়োজনসহ অন্যান্য যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাতে আমি অত্যন্ত গর্বিত। আমি আরো বেশি উদ্দীপিত এই জন্য যে আমার জীবনকালে আমি দেখেছি কোরিয়া একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত ও দরিদ্র রাষ্ট্র থেকে সম্মান ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে ।

প্রতিটি গ্রাম প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের দৃঢ় প্রত্যয়ের মাধ্যমে কোরিয়ার জনগণ তা অর্জন করতে পেরেছে। তবে তারা আন্তর্জাতিক

সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা লাভ করেছে ।

জনাব বান আরো বলেন, সাহায্যের এই পদ্ধতি আমাদের যুগেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক এবং তিনি সারা বিশ্বে দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টার যৌথ উদ্যোগের আহবান জানান । তিনি বলেন আমাদের একযোগে অবশ্যই বৃহদাকারে এই ধরনের কর্মসুচিগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে ।

খেলা শুরু: এইচআইভি / এইডসের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের যুদ্ধে বিশ্বকাপ ক্রিকেটও শামিল

৬ মার্চ- ওয়েস্ট ইন্ডিজে রবিবার বিশ্বকাপ ত্রিকেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যখন সারাবিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় ত্রিকেটাররা ব্যাট আর বল করার জন্য এসে হাজির হয়েছে তখন তারা এইচ আইভি /এইডসের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছেন । এ অভিযানে এ রোগে আক্রান্ত শিশু ও তরুণ সম্প্রদায়ের সমস্যা এবং এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোর মধ্যকার সর্বসাম্প্রতিক সহযোগিতার আওতায় আন্তর্জাতিক ত্রিকেট কাউন্সিল এইচআইভি / এইডস বিষয়ক যৌথ জাতিসংঘ কর্মসুচি (ইউএনএইডস), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং ক্যারিবিয়ান ব্রডকাস্ট মিডিয়া পার্টনারশিপের সাথে কাজ করছে। তারা সাত দিনের প্রতিযোগিতা চলাকালে বেশ কিছু গণসচেতনতামুলক ঘোষণা (পিএসএ) প্রচার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। প্রায় ২০০ কোটি টেলিভিশন দর্শক এ প্রতিযোগিতা দেখবে বলে আশা করা হচ্ছে। জনগণ বিশেষত ১৫- ২৪ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে এইচআইভিকে ঘিরে যেসব কুসংস্কার ও বৈষম্য রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে এবং কিভাবে তারা নিজেদেরকে এই ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে সে সম্পর্কে জানতে পারবে।

ইউএন এইডসের নির্বাহী পরিচালক পিটার পাইরট বলেন, আজকের তরুণ সম্প্রদায় এমন কোন বিশ্বের কথা জানেনা যেখানে এইডস নেই। আজকের ক্রীড়া তারকারা যেমন শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেট খেলোয়াররা এ প্রজন্মের তরুণদের সামনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে এবং তারা এইডস বিষয়ক ইস্যুগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে । খেলাধুলা পরিবর্তন আনয়নের এক হাতিয়ার । এ পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা বাঁধা ভাঙ্গাতে পারি, নিজস্ব- ভাবমুর্তি গড়ে তুলতে পারি এবং জীবন পরিচালনা, দক্ষতা ও সামাজিক আচরণ শিক্ষা দিতে পারি ।

তিনি আরো বলেন, এইডসের ওপর আলোকপাত করার মাধ্যমে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও ক্রিকেট তারকারা এইডসের মত বিশেষ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যে বিশেষ ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তাই প্রদান করছে।

ক্রিকেটের সর্ববৃহৎ আসনকে ঘিরে বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে কাউন্সিল ইউনিসেফ, ইউএনএইডস এবং অন্যান্য অংশীদাররা ২০০৫ সালে ‘শিশুদের জন্য ঐক্যবদ্ধ’, ‘এইডসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ’ হওয়ার যে আন্দোলন শুরু করেছিল তাতে সমর্থন যোগাচ্ছে । এ আন্দোলনের লক্ষ্য হল এইচআইভিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য এন্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, মা-থেকে- শিশুতে এ রোগের সংত্রুমণ বন্ধ করা, এইচআইভি-এর সংক্রমণ প্রতিরোধে শিক্ষা কর্মসুচির ব্যবস্থা করা এবং এইডসের কারণে যেসব শিশু এতিম হয়ে গেছে তাদেরকে সাহায্য করা ।

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক অ্যানএম ভ্যানমেন বলেন, এইডসের মহামারি মোকাবেলায় শিশুদের কথা বিবেচনা করা হয়নি । এইডস মহামারির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার কেন্দ্রে শিশুদেরকে নিয়ে আসতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল প্রভাবশালী সহযোগীর ভুমিকা পালন করবে ।

৩০ সেকেন্ড স্থায়ী এ গণসচেতনতামুলক ঘোষণাগুলো বিনামুল্যে প্রচার করতে দেওয়া হবে। অস্ট্রোলিয়ার রিকি পন্টিং ও ভারতের রাহুল দ্রাবিড়সহ শীর্ষ স্থানীয় খেলোয়াড়রা এইচআইভি কিভাবে শিশুদের ক্ষতি করে সে সম্পর্কে বলবেন। আসরের প্রথম ও চুড়ান্ত প্রতিযোগিতার সময় প্রতিটি দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা ‘শিশুদের জন্য ঐক্যবদ্ধ’, ‘এইডসের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ’ আন্দোলনের লাল ও নীল ফিতা পরিধান করবে । এইচআইভিতে আক্রান্ত শিশু ও তরুণদের সহযোতিার জন্য গৃহীত কর্মসুচিগুলোও তারা পরিদর্শন করবে ।

আইসিসি সভাপতি পারসি মন বলেন, আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০০৭ এ যে কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তা সম্প্রসারণশীল ক্রিকেট বিশ্ব ও ক্যারেবিয়ায় এইচআইভি কেন্দ্রিক কুসংস্কার কমাতে ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে বলে আমরা আশা করছি । আমরা আশা করছি এই অভিযানে সমর্থনদানের জন্য তারকা খেলোয়ারদের উৎসাহিত করতে পেরে আমরা এমন ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করতে পারব যাদের কাছে অন্যথায় পৌঁছানো বেশ কঠিন ছিল ।

ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ এইডস আক্রান্ত অনেক দেশেই ক্রিকেট বেশ জনপ্রিয় । এ দুটি দেশে সারাবিশ্বের এইচআইভি আক্রান্ত ৪ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ বসবাস করে । ক্যারেবিয়ায়, যেখানে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ইউএনএইডসের হিসাব মতে ২০০৬ সালে সেখানে এইচআইভিতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার, যাদের মধ্যে ১৫,০০০ জনই ০- ১৪ বছর বয়সী শিশু ।

এই অভিযানে আইসিসিকে ক্যারেবিয়ান ব্রডকাস্ট মিডিয়া পার্টনারশিপ অন এইচআইভি/এইডস সহযোহিতা প্রদান করছে । ক্যারিবিয়ার ২৩টি দেশ ও ভূখণ্ডের ৫০টি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের এটি একটি জোট।

এই পার্টনারশিপের নীতি নির্ধারণী কমিটির সভাপতি এলিসন লিকক বলেন, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে প্রচার মাধ্যমের অনন্য সাধারণ ব্যপ্তি আমাদেরকে কিভাবে এইচআইভিকে এড়ানো যাবে এবং কিভাবে এইচআইভিকে ঘিরে যেসব কলঙ্ক ও বৈষম্য রযেছে তার মোকাবেলা করা যাবে সে সম্পর্কে দর্শকদের শিক্ষাদান করার এক অনবদ্য সুযোগ এনে দিয়েছে ।

জাতিসংঘ সংস্থা ও বিশ্বের ক্রীড়া জগতের মধ্যকার অব্যাহত সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটি সর্বশেষ সংযোজন। এ ধারাবাহিক সহযোগিতার আওতায় আমরা দেখতে পাই রোনাল্ড ও জিদানের মত কিংবদন্তি ফুটবল তারকারা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নেয়, ইউরোপিয়ান সাঁতার লিগে অপরিস্কার পানির কারণে মৃত্যু প্রতিরোধ ‘তারকারা সময়ের বিপরীতে সংগ্রাম করে’ এবং একই ধরনের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক রাগবি বোর্ড, আমেরিকার ফুটবল তারকা, ম্যারাথন দৌড়বিদ ও ফর্মুলা ওয়ানের অটো রেসারদের নিয়েও গ্রহণ করা হয়।

** ** **